এ ল্যাণ্ড মেড ফর পোয়েট্রি নিউ ইণ্ডিয়া'স হোপস অ্যাণ্ড ফিয়ার্স

এডওয়ার্ড টমসন

...কেবলমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে পরিচয় পত্রিকাটি এখন সহযোগী মাসিক পত্রিকা হয়ে উঠেছে। এখনো পর্যন্ত তৈরি হওয়া ঐতিহ্যবাহী কবিতার বিপুল সংখ্যা থেকে দূরে থেকে এর প্রথম সংখ্যাটা একই রকম স্বতন্ত্রতা নিয়ে নিজেকে তুলে ধরেছে। 'ফ্লাওয়ার-গারল্যাণ্ডস্', 'এ চ্যাপলেট অব পার্লস', (অথবা আরো সংক্ষেপে বলা যায়) 'মাদার' শিরোনামাঙ্কিত বিভিন্ন কবিতা গ্রন্থগুলি এর দৃষ্টান্ত। ইতিমধ্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে সুপরিচিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাটি এর প্রথম কবিতা এবং এটা যান্ত্রিক বিশ্বজগৎ 'দিস ড্যান্স অব ইলেকট্রনে'র সঙ্গে মায়ার সুস্পষ্ট ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রদর্শনী নিয়ে বৈপরীত্য রচনা করে যার মধ্যে এটা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার নাগাল পায়। সমর সেনের অন্য কবিতাটি মি. এজরা পাউণ্ডের 'Amor stands upon you' থেকে গৃহীত :

Where'er you go,
In stillness of some start led moment know!
Your breath will catch, to hear, with sudden dread,
Of Death the muffled, undelaying tread!

Leaving my side, you hope to go-ah, where?
Where'er you fare —
On Lela's shining breast, from Heaven's expanse,
Falls Jupiter's keen glance!

এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট ছাড়াও অন্য একজন যিনি এইসব যুবক হিন্দু কবিদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তিনি হলেন ডি. এইচ. লরেন্স। এই প্রভাব পুরোপুরি বন্ধন মুক্তি নয়। 'পরিচয়' পত্রিকার কবিরা অনুকরণ ভঙ্গিমা ও কৌশল ও ঐ বিশেষ রীতির প্রতি অতি আসক্তি (মুদ্রাদোষ)-র ভাবমূর্তিকে তুলে আনতে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়েছেন—সম্মোহনের মতো মি. এলিয়টের পুনরাবৃত্তির অভ্যাস তাদের উপর চেপে বসেছে। মাঝে মাঝেই পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদানগুলি নতুনদের পাশাপাশি নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে জাহির করে, ঠিক যখন মি. সেনকে লরেন্সের উত্তেজনা প্রবণ জাগতিকতা ও চিত্রকল্পের প্রাবল্য উষ্ণ তন্দ্রাচ্ছন্ন সৌরভের রাত্রির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে দেখা যায় :

The Dark came like a beast of prey. The burning sky of the west reddened like an oleander blossom.

That darkness to the earth the scent of Ketaki flowers, and to the eyes of some the languorous dreams of night. That darkness lite the trembling flame of desire in

দ্বিগুণ সরলতার মধ্যে অবস্থান করে কবিতার দেশ বাংলা, তা হল গঙ্গার সরলতা যা ব্যাপক ও পৌরাণিক, এবং শাল ঘেরা দেশের অভ্যন্তরস্থ ভূভাগ। বাংলার জনগণ সীমাহীন দিগন্তের চৈতনা নিয়ে বসবাস করে; দিগন্ত শব্দটাকে স্বাভাবিকভাবে 'horizon' বলে অনুবাদ করা যেতে পারে এবং তা বাংলা কবিতা থেকে কালেভদ্রে অনেকটা দূরে, অবস্থান করে। এটা এমন একটা শব্দ যা আপনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়, সাদা আকাশের সেই দেশে সূর্যের অতিদ্রুত সূর্যাস্ত, এবং এবড়ো-খেবড়ো সমতলভূমি ও মাঠ এবং বিশাল বালুময় নদীর খাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোলাহল সমেত লাফিয়ে লাফিয়ে সামনের দিকে ভোরবেলাকার সমাগম হয়, এবং প্রায় একটা নিম্নাভিমুখী পতনের মধ্য দিয়ে গোধূলি নেমে আসে। একটি স্বকীয় রচনাংশে মি. সেন লিখেছেন, "স্মৃতির দিগন্তে অন্ধকার নেমে এল এবং বিস্মরণের ঝোড়ো হাওয়া ধূলি ধূসরিত পথে ধাবিত হল।'...

টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেন্ট, সাটারডে ফেব্রুয়ারি 1, 1936.

অনুবাদ : তরুণ হাতি